গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা নীতিমালা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কৃষি বিপণন অধদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা নীতিমালা

ভূমিকা: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত নানামুখি সহায়তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রাণালয়ের অধীন ১৭(সতের)টি সংস্থা কাজ করছে। তন্মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সরকারী সংস্থা হিসেবে কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মত পরস্পর বিপরীতমুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই অধিদপ্তর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। প্রতি বছর কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন লাভজনক করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। কৃষিপণ্য বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান। কৃষিপণ্যের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কৃষিপণ্য বিপণনের নতুন নতুন প্রক্রিয়া ও টেকসই প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রচলন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার নতুন নতুন বাণিজ্যিক ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তর নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে “বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, যশোর, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৭২০০ বর্গফুট আয়তনের স্টিল স্ট্রাকচার বিশিষ্ট বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যা ফুল বিপণন কেন্দ্র বা এসেম্বল সেন্টার নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের নিয়ে দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া গ্রাম্য হাটবাজারের, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ব্যবসায়ী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য শহরাঞ্চলের বাজারসমূহের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসূত্র (Linkage) স্থাপন করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হাটবাজার অথবা সরকারী খাসজমি অথবা পৌরসভার জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। অপর পক্ষে উপজেলা প্রশাসন সারা দেশব্যাপি বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের হাট বাজারসমূহ ব্যবস্থাপনা

করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গ্রামীণ হাটবাজারসমূহ উন্নয়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে একটি, যশোর জেলার অন্তর্গত ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে ১টি, পানিসারায় ০১টি, চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত জীবননগর উপজেলার বাকায় ০১টি এবং ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে ০১টি অর্থাৎ মোট ০৫ (পাঁচ)টি ফুল বিপণন কেন্দ্র(এসেম্বল সেন্টার) নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি এসেম্বল সেন্টার কমবেশি ৭২০০(সাত হাজার দুইশত) বর্গফুট বিশিষ্ট সেমি পাকা স্টীল স্ট্রাকচার অবকাঠামো। উল্লেখিত সেমি পাকা ফুল বিপণন কেন্দ্র বা এসেম্বল সেন্টারগুলোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে জমিদাতাসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত এ সমস্ত ফুল বিপণন কেন্দ্র বা এসেম্বল সেন্টার যেহেতু ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে এবং হাটবাজার পেরিফেরির বাইরে অবস্থিত এবং নির্মিত ফুল বিপণন কেন্দ্র বা এসেম্বল সেন্টারগুলোর জমির মালিকগণকে এই কেন্দ্রগুলো থেকে অর্জিত আয়ের ২৫% (জমির মালিকগণের সাথে স্বাক্ষরিত MOU এর চুক্তি বলে) অংশ প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেহেতু এই কেন্দ্রগুলো একটি পৃথক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাড়া/ইজারা দেয়া বাঞ্চনীয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এ সমস্ত কেন্দ্র পরিচালনা ও সামগ্রিক দেখভালের জন্য একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে, যা এ নীতিমালায় বর্ণিত আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার সার্বিক তদারকি ও বিধিসম্মত অফিসিয়াল প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এই কেন্দ্রগুলো ভাড়া/ইজারা দেয়া হবে।

এ ফুল বিপণন কেন্দ্রগুলোর (এসেম্বল সেন্টার) দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফুল সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানী বহুমূখীকরণ করে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) নির্মাণের উদ্দেশ্য:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত এসেম্বল সেন্টারসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) স্থানীয় কৃষকের সাথে বাজারের সংযোগ স্থাপন এবং বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

খ) দলভূক্ত কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস করা;

গ) কৃষিপণ্য বিপণনে কৃষক তথা ব্যবসায়ীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ এবংসুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা;

ঘ) এসেম্বল সেন্টারে বিদ্যমান বিভিন্ন সেবা যথাঃ ওয়াশিং সুবিধা, প্যাকেজিং স্পেস, কেনা-বেচার স্পেস ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) নির্মিত ওপেন স্পেসে কৃষকদের নিজস্ব পণ্যাদি বিক্রি নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা;

চ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এসেম্বল সেন্টার ব্যবসারত ব্যবসায়ী/কৃষকের সাথে ভোক্তা/পাইকারী বাজার/সুপারশপ/রপ্তানীকারক/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সরাসরি ও স্থিতিশীল উর্ধ্বমুখী (Forward) বা পশ্চাদমুখী (Backward) বিপণন যোগসুত্র (Linkage) স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. এসেম্বল সেন্টার ব্যবহারের সুবিধা:

ক) কৃষিপণ্যের অধিক মূল্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ওয়াশিং/সর্টিং/গ্রেডিং এর সুবিধা বিদ্যমান;

খ) কৃষিপণ্যের কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে প্যাকেজিং স্পেস সুবিধা বিদ্যমান;

গ) কৃষকদের উৎপাদিত ফুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য শেডের অভ্যন্তরে পানি সরবরাহ সম্বলিত ওয়াশিং সুবিধা বিদ্যমান;

ঘ) পণ্য ট্র্যাকে বা অন্য যে কোন পরিবহনে উঠা-নামা করার লোডিং-আনলোডিং স্পেস বিদ্যমান;

ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান;

চ) কমবেশী ১২০ বর্গফুট বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ অফিস কক্ষের ব্যবস্থা।

৪. ফুল বিপণন কেন্দ্রের (এসেম্বল সেন্টার) জমি প্রাপ্তিতে সমঝোতা স্মারক:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত জেলাসমুহের মধ্যে যশোরে ০২টি, ঝিনাইদহে ০১টি, চুয়াডাঙ্গায় ০১টি ও ঢাকা জেলার সাভারে ০১টিসহ সর্বমোট ০৫টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারী খাস জমি না পাওয়ায় এবং প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ফুল উৎপাদন এলাকায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে লাভের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী জমি লীজ গ্রহণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সরকারী সংস্থা। বিভিন্ন জেলায় জমির মালিকগণের সাথে "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও

পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছেন বর্ণিত জেলা সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা।

৫.০। এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা: এসেম্বল সেন্টারগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত দুটি কমিটি থাকবে।

৫.১। এসেম্বল সেন্টার উপদেষ্টা কমিটি: এসেম্বল সেন্টার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে।

১) উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগ : সভাপতি
২) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা : সদস্য
৩) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (০১ জন) : সদস্য
৪) এসেম্বল সেন্টারের জন্য জমিদাতা/জমিদাতাগণের মধ্যে একজন প্রতিনিধি : সদস্য
৫) স্থানীয় জন প্রতিনিধি (০১ জন/ইউপি চেয়ারম্যান) : সদস্য
৬) স্থানীয় ফুলচাষী/ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী/সভাপতি : সদস্য
৭) সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা) : সদস্য সচিব

৫.২। উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি/কার্যক্রম:

১। এসেম্বল সেন্টারের বাৎসরিক ইজারা প্রদান সংক্রান্ত সঠিক নীতি নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
২। বছরে অন্তত ০২(দুই) বার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান করা;
৩। এসেম্বল সেন্টারের আয় ও ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;
৪। এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটিকে সার্বিক কাজে পরামর্শ প্রদান করা;
৫। এ কমিটিতে মনোনীত ব্যক্তির মেয়াদকাল ৩ বৎসর হবে। কোন কারণে মনোনীত সদস্যের পদবি শূন্য হলে সভাপতি অবশিষ্ট সময়ের জন্য নতুন কোন সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবেন;
৬। প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.৩। এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি: সংশ্লিষ্ট জেলার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে নিম্নরূপ ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি "এসেম্বল সেন্টার "ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি" গঠন করা হবে।

১) উপজেলা নির্বাহি অফিসার : সভাপতি
২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট উপজেলার একজন প্রতিনিধি : সদস্য
৩) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বার প্রতিনিধি : সদস্য
৪) জমিদাতা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি – ০১জন : সদস্য
৫) ফুল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি – ০১জন : সদস্য
৬) গঠিত কৃষক বিপণন দলের প্রতিনিধি - ০১জন : সদস্য
৭) সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা : সদস্য সচিব

৫.৪। এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির কার্যাবলী:

ক) ফুলচাষী/ব্যবসায়ীদেরকে এসেম্বল সেন্টারে ব্যবসায় সুযোগ প্রদান;
খ) বাৎসরিক ইজারা প্রদান ও ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;
ঘ) এসেম্বল সেন্টারের পরিচ্ছন্নতাসহ সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ;
ঙ) প্রতি তিনমাস অন্তর সভা আহ্বান ও বিদ্যমান অবস্থা বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;
চ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬. ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী:

ক) এসেম্বল সেন্টারের জমির মালিকানা যথারীতি জমিদাতা মালিকের নিকট বহাল থাকবে;

খ) এসেম্বল সেন্টারের বাৎসরিক আয়ের ২৫% জমিদাতা পাবেন, ২৫% এসেম্বল সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির ব্যাংক হিসাবে এবং ৫০% সরকারী কোষাগারে জমা হবে;

গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং জমির মালিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক এসেম্বল সেন্টারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে " এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি" এর মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি জমির মালিককে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের শর্তানুসারে বর্ণিত আয় হতে ২৫% অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণকরবেন;

ঘ) এসেম্বল সেন্টারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ জমা রাখার জন্য “এসেম্বল সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি” নামে সরকারী তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে, যা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;

ঙ) এসেম্বল সেন্টারের আয়ের ৫০% টাকা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নির্ধারিত খাতে/কোডে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে;

চ) এসেম্বল সেন্টার “ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির” নামে খোলা হিসাবটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যৌথভাবে “ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি” এর সভাপতি ও সদস্য সচিব। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও যথাযথভাবে নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন ও ব্যয় করতে হবে;

ছ) এসেম্বল সেন্টারের ব্যবসায়ীগণ নিজ দায়িত্বে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করবেন;

জ) এসেম্বল সেন্টারের ব্যবসায়ী/কৃষকের সাথে প্রকল্প অথবা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর উদ্যোগে উর্ধ্বমূখী বা পশ্চাৎমূখী বিপণন যোগসূত্র (Linkage) স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে;

ঝ) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে;

ঞ) ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সব্যক্তহ-এর ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তিকে ফুল ব্যবসায়ী/ফুল চাষী হতে হবে;

ট) এসেম্বল সেন্টারের জন্য নির্ধারিত জমিটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর সমঝোতা স্মারক সম্পাদন হওয়ার পর থেকে ৩০(ত্রিশ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই মেয়াদ সমাপ্তির পর এর মালিকানা জমির মালিকের অনুকুলে এই সমঝোতা স্মারকের বিধান বলে স্থানান্তরিত হবে;

ঠ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে এসেম্বল সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশণা প্রদান করতে পারবেন;

ড) প্রচলিত আইন ও বিধি বিধানের সঙ্গে এসেম্বল সেন্টারের সমঝোতা স্মারক (MOU) সাংঘর্ষিক হলে প্রচলিত বিধি বিধান প্রাধান্য পাবে;

ঢ) যে সমস্ত এসেম্বল সেন্টারে কুলচেম্বার রয়েছে সেগুলো ব্যবহারের জন্য “ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি” কর্তৃক ধার্য্যকৃত নির্ধারিত হারে বীজের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ও ফুলের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ পিস হিসেবে দৈনিক/মাসিক ভিত্তিতে ব্যবহারকারীকে ভাড়া প্রদান করতে হবে;

ণ) “ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি” মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর অনুমোদনক্রমে এসেম্বল সেন্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করবেন;

ত) প্রয়োজনের তাগিদে এই নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনযোগ্য।

৩১/০৫/22
(ইকবাল হোসেন চাকলাদার)
প্রকল্প পরিচালক
বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার
মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
ও
সদস্য সচিব, নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

৩১/৫/22
(নিখিল চন্দ্র দে)
সহকারী পরিচাল্ক (প্রশিক্ষণ)
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মিরপুর, ঢাকা।
ও
সদস্য, নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

৩১.০৫/22
(মোঃ ফজলুর রহমান)
উপ-পরিচালক
ঢাকা বিভাগ
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ও
সদস্য, নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

৩১/০৫/2022
(শাহনাজ বেগম নীনা)
উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ও
সদস্য, নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

৩১/৫/22
(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)
পরিচালক (বাজার সংযোগ, আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ও
সভাপতি, নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি